# যৌন হয়রানি রিপোর্টারের চোখে

ফারজানা রূপা

> কেবল শারীরিক বল বেশি হইলেই কেহ প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সিংহ কি বলে-বিক্রমে মানবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? তাই বলিয়া কি কেশরী মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করিবে? আপনাদের কর্তব্যেও ত্রুটি হইয়াছে সন্দেহ নাই। আপনারা সমাজের উপর কর্তৃত্ব ছাড়িয়া একাধারে নিজের প্রতি অত্যাচার এবং স্বদেশের অনিষ্ট দুই-ই করিয়াছেন। আপনাদের কল্যাণে সমাজ আরো উন্নত হইতো— আপনাদের সাহায্যের অভাবে সমাজ অর্ধেক শক্তি হারাইয়া দুর্বল ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে।
>
> শুনুন, ভগিনী সারা! যদি আমরাই সংসারের সমুদয় কার্য করি, তবে পুরুষেরা কি করিবে?
>
> তাহারা কিছুই করিবে না, তাহারা কোনো ভালো কাজের উপযুক্ত নহে। তাহাদিগকে ধরিয়া অন্তঃপুরে বন্দী করিয়া রাখুন। (*সুলতানার স্বপ্ন*, বেগম রোকেয়া)

এখন যদি বেগম রোকেয়া বেঁচে থাকতেন, তবে কি সত্যিই পুরুষ অন্তঃপুরে বন্দি হতো? অন্তত সেইসব পুরুষ, যাদের কারণে নারী ঘরের বাইরে বের হওয়ার আগে ভীত হয়। চমকে ওঠে তাদের নানা বাজে মন্তব্য শুনে। দিনের পর দিন এর প্রতিকার না-পেয়ে নারী আত্মহত্যায় বাধ্য হয়। এইসব দেখে মনে হয়, একজন বেগম রোকেয়ার বড়ো প্রয়োজন, যিনি বলবেন, 'আপনার ভয় নাই, এইখানে আপনি কোনো পুরুষের সম্মুখে পড়িবেন না। এদেশের নাম নারীস্থান।'

সম্প্রতি নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে ইভটিজিং শব্দ হিসেবে বেশ পরিচিত। কিন্তু, ইভটিজিং বলতে পুরুষের যেসব আচরণকে বোঝায় তা আসলে যৌন হয়রানি।

রিপোর্টিং-এর দায়িত্ব হিসেবে আমার ইভটিজিং, যৌন নিপীড়নের সার্বিক চিত্র নিয়ে একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন তৈরির কাজের অভিজ্ঞতা বললে যৌন হয়রানির সংজ্ঞা, টেলিভিশনের ভাষায় ভিজ্যুয়ালাইজেশনটা পরিষ্কার হয়। ওই প্রতিবেদন তৈরির সময় ক্যামেরা হাতে থাকা সহকর্মীর (পুরুষ) প্রশ্ন ছিল, কেউ কি ক্যামেরার সামনে ইভটিজিং, যৌন হয়রানি এই সব করবে? এই স্টোরিতে কী দেখাবেন? তার চেয়ে চলেন, কাউকে বলি, একটু অভিনয় করে দিক। কিন্তু, তার প্রতি নির্দেশ ছিল, রাস্তাঘাটে, চায়ের দোকানের আড্ডায়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পুরুষ যা যা করে, তার ছবি হলেই চলবে। ওই ছবিই ভিজ্যুয়াল। দিন শেষে দেখা গেল— পরিচিত, আধা-পরিচিত, সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়েদের দেখার সময় পুরুষের হাত চলে যায় বিশেষ অঙ্গে। হোক সে লুঙ্গি বা প্যান্টপড়ুয়া। নিজেদের আলোচনা বাদ দিয়ে মেয়েদের উদ্দেশ্যে পরস্পরের মধ্যে মন্তব্য ও হাসাহাসি শুরু হয়। কখনোবা সরাসরি মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল মন্তব্য ছুড়ে দেয়। প্রায় সকলেই ঘাড় ঘুরিয়ে (ক্যামেরার ভাষায় বলে প্যান করে) যতক্ষণ দেখা যায়, মেয়েটিকে দেখতে থাকে (এর ব্যতিক্রম আছে। দয়া করে সকল পুরুষ নিজেদের দায়ী ভাববেন না)।

আর এর সঙ্গে ভিজ্যুয়াল হিসেবে যোগ হয়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে ফার্মগেটের মোড় পর্যন্ত পাবলিক টয়লেটের দেয়ালের ছবি। ওসব দেয়ালে নারীর শরীরকে উদ্দেশ্য করে যেসব কথা লেখা, তা নতুন করে লিখে কাগজের শুভ্রতা নষ্ট করা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন।

এসব ছবির সঙ্গে যখন যৌন হয়রানি বা চলতি ভাষায় ইভটিজিং-এর বর্ণনা চলছিল, তখন অনেক দর্শকের কাছেই বিষয়টি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া বলে মনে হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি আতঙ্ক তৈরি হয়েছে যৌন নিপীড়ন বিষয়ে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে। কারণ, টেলিভিশন ক্যামেরা, যা সারাদেশের মানুষ ও তার পরিবারের নারী-পুরুষ সকল সদস্য দেখতে পাবে বলে ধরে নেওয়া যায়, তার সামনে দাঁড়িয়েও যৌন হয়রানি বা ইভটিজিং-এর পক্ষে তারা যুক্তি তুলে ধরে। এটাই একমাত্র অপরাধ, যার দায়ে অভিযুক্তরা অকপট স্বীকারোক্তি দেয়। বলে, 'মেয়েদের আচরণ, পোশাকআশাক দেখলে তাদের পক্ষে ঠিক থাকা কঠিন'। কিংবা, 'গাছে ফল পাকলে ঢিল তো পড়বেই'। এমনকি তার চেয়েও একধাপ এগিয়ে, 'খ্যাপা কুকুরের সামনে মাংস পড়লে তার কী করার আছে!'

অথচ নারীদের অবস্থান একেবারেই উলটো। তাঁরা এইসব আচরণ ও কথাবার্তায় ভয়ানকরকম অস্বস্তিতে পড়েন। অনেক সময় তাঁর কাছে বিষয়টি মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বেশিরভাগ নারীর অবস্থান এখানে খুব স্পষ্ট। নারী, সে যে পোশাকই পরুক না কেন, যত 'শালীন' হয়েই চলুক না কেন, পুরুষ আজেবাজে মন্তব্য করবেই। শরীরের দিকে তাকাবেই। পত্রিকারই দাপট ছিল, সেটা ১৯৯৮ সালের কথা, যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে একই বিভাগের, শুরুতে একজন পরে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী অশালীন প্রস্তাব, হয়রানি ও নির্যাতনের লিখিত অভিযোগ আনেন। ঘটনাটি ছিল এরকম—

শুরুতে কানাঘুঁষা/ফিসফাস/মধুর কেন্টিনের চায়ের টেবিলে ছেলেদের আড্ডায় আলোচনার তুফান। কোনো মেয়ে টেবিলে বসলেই এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি, নেমে আসে নীরবতা। সবার চোখেমুখে কৌতূহল, আর অবিশ্বাস। ধীরে ধীরে পরে জানা গেল ঘটনা! আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এক সিনিয়র শিক্ষক, যাঁর নামের আগে অধ্যাপক (!) যোগ হয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে একই বিভাগের ছাত্রী নিপীড়নের অভিযোগ এনেছেন! শুরুতে বিষয়টাকে ছাত্রী নিপীড়নের ঘটনা বলা হলেও কয়েকটি বাম ছাত্র সংগঠন ও সাংগঠনিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এমন আন্দোলনকারীরা এ ধরনের ঘটনাকে যৌন নিপীড়ন হিসেবে উল্লেখ করে শিক্ষকের বিচারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। উত্তাল আন্দোলনের মুখে প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিছিলের ব্যানারে লেখা হলো 'যৌন নিপীড়ন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ'। 'যৌন নিপীড়নকারী শিক্ষকের বিচার চাই', 'যৌন নিপীড়নমুক্ত ক্যাম্পাস চাই'। একই ধরনের শিরোনামে গণমাধ্যমে প্রথমবারের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির ঘটনার স্বীকৃতি মিলে।•

প্রায় একই সময়, গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকদের ওপর যৌন আক্রমণের ভয়াবহ চেহারার খবর বেরোতে শুরু করে। এই প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর তাঁর সম্পাদিত 'সংস্কৃতি' পত্রিকার নারী সংখ্যায় লিখেছিলেন, জোরজবরদস্তিমূলকভাবে তাদের অনেককে প্রশাসনের কর্তা ও তাদের অধীনস্ত বেশি বেতন পাওয়া কর্মচারীরা যৌনসম্পর্ক করতে বাধ্য করে। এর কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই। কারণ এসব কিছু তদারকির জন্য প্রত্যেক গার্মেন্টস শিল্প-মালিক ভাড়া করা গুন্ডা ও মাফিয়া প্রতিপালন করে। কোনো শ্রমিক সামান্য প্রতিরোধের চেষ্টা কোনো ব্যাপারে করলে এই গুন্ডা মাফিয়ারা তাদেরকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করে। এই মাফিয়াদের ভয়ে নারী শ্রমিককে সর্বদাই, কারখানায় থাকাকালে, এমনকি আবাসিক এরাকায় পর্যন্ত সন্ত্রস্ত থাকতে হয়।

২০১০ সালের আগ পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, পথঘাট, সচিবালয় বা কারখানার পরিবেশে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের বা বিচার চাওয়ার সহজ কোনো আইনি কাঠামো ছিল না। সম্প্রতি বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি নামের একটি বেসরকারি নারী সংগঠন যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আদালতের দিকনির্দেশনা চেয়ে একটি রিট আবেদন করলে উচ্চ আদালত একটি নীতিমালা করে দেয়। এতে বলা হয়, যৌন হয়রানি হিসেবে আমলে নেওয়ার মতো বিষয়গুলো হলো—

- নিপীড়নমূলক উক্তি;

---

• ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের যৌন নিপীড়ক শিক্ষক শাহীদুজ্জামান ৫ বছর সাসপেন্ড থাকার পর আবার চাকুরি ফিরে পেয়েছেন। শিক্ষকতা করছেন।

- যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন;
- পর্নোগ্রাফি দেখানো;
- উত্যক্ত করা;
- কাউকে অনুসরণ করে পিছন পিছন যাওয়া;
- ঠাট্টা-উপহাস করা;
- চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, অফিস, ফ্যাক্টরি, শ্রেণিকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক লেখা;
- ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌনসম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা।

রায়ে বলা হয়, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রেখে এ ধরনের অভিযোগ গ্রহণ ও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নারীকে প্রধান করে কমপক্ষে ৫ সদস্যের কমিটি করতে হবে। এই নীতিমালার ভিত্তিতে সরকারকে একটি আইন করারও নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।

এইসব খবর যখন দেশটিভিতে একের পর এক প্রচারিত হচ্ছিল, তখন সারাদেশ থেকে, বিশেষ করে বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ও শিক্ষিকারা তাদের নিপীড়নের অভিজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিকার চাইতে শুরু করেন।

এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ময়মনসিংহের ত্রিশালে অবস্থিত কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সরেজমিন পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল। সেখানে অনেক ছাত্রীর পাশাপাশি মোট ৬ জন নারীশিক্ষকের মধ্যে ৪ জনই অভিযোগ জানিয়েছিলেন। অভিযোগে জানানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের একটি চক্র শুরুতে উটকো মন্তব্য, পোশাক ও শরীর লক্ষ্য করে অশালীন উক্তি করত। পরে তা প্রকাশ্য রূপ নেয়। এক পর্যায়ে এক নারীশিক্ষককে চূড়ান্ত হেনস্তা করার লক্ষ্যে তাঁর বাসায় আরেক সহকর্মীর সঙ্গে বৈঠক করার সময় বাইরে থেকে কে বা কারা তালা লাগিয়ে দেয়। তাদের দাবি, পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে এক কক্ষে তাদের পাওয়া যাওয়াটা অপরাধ! ওই নারীশিক্ষক পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এই ধারাবাহিক হয়রানির বর্ণনা দিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। অভিযোগের ভিত্তিও মিলেছে।

যৌন হয়রানিকে কেন্দ্র করে এক দশকের আন্দোলন আর লড়াইয়ের বড়ো অর্জন হলো হাইকোর্টের দিকনির্দেশনা। আর চ্যালেঞ্জ হলো এই নির্দেশনার বাস্তবায়ন। নির্দেশনা অনুযায়ী সব প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ও নারীর জন্য বন্ধুসুলভ সেল গঠন করা এবং সেইসব সেলে জমা পড়া অভিযোগগুলো আন্তরিকতা নিয়ে যাচাই-বাছাই। তারপর বিচারের লড়াই।

এসব অভিযোগে সুবিচার প্রাপ্তির আশা হয়রানির শিকার হওয়া প্রত্যেক নারীরই। যদি সেটা হয়, তাহলে এ লড়াইয়ে জয় নারীরই হবে, আর যদি তা না হয় তাহলে নারী যে কেবল এসব হয়রানির ঘটনায় পরাজয় বরণ করবে তাই নয়, বরং কর্মক্ষেত্রে দিন দিন নারী-অসংবেদিতার সুদূরপ্রসারী কুপ্রভাব পড়তে থাকবে। যা আমাদের সমাজ-রাষ্ট্রের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিই ডেকে আনবে।

**ফারজানা রূপা** সাংবাদিক, দেশটিভি। rupafarzana@yahoo.com